ই-অগ্রণী দর্পণ

২য় বর্ষ | ৩য় সংখ্যা | অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০

- অগ্রণী পরিক্রমা
- স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া
- চুক্তিসমূহ
- স্মৃতির আরকাইভস
- সাহিত্য ও সংস্কৃতি
- বিশেষ প্রতিবেদন
- সাফল্য সংবাদ
- পদোন্নতি
- ফটো গ্যালারি
- শোক সংবাদ
- ট্রেনিং ও কর্মশালা
- সভা ও সম্মেলন

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to sewing the nation

www.agranibank.org

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

পরিচালনা পর্ষদ

ড. জায়েদ বখ্‌ত
চেয়ারম্যান

কাশেম হুমায়ূন
পরিচালক

ড. মো. ফরজ আলী
পরিচালক

কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু
পরিচালক

খোন্দকার ফজলে রশিদ
পরিচালক

তানজিনা ইসমাইল
পরিচালক

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম
ব্যাবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

ই-অগ্রণী দর্পণ

প্রধান উপদেষ্টা

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

উপদেষ্টামন্ডলী

মো. আনিসুর রহমান
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো. রফিকুল ইসলাম
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো. ওয়ালি উল্লাহ
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো. আবদুস সালাম মোল্যা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদনা টিম

প্রধান সম্পাদক

সুকান্তি বিকাশ সান্যাল
চেয়ারম্যান (মহাব্যবস্থাপক/অব.)
অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিম

উপ-প্রধান সম্পাদক

হোসাইন ঈমান আকন্দ
মহাব্যবস্থাপক (ক্যামেলকো)

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

জাকির হোসেন
উপ-মহাব্যবস্থাপক
পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন

সম্পাদক

আল আমিন বিন হাসিম
সদস্য সচিব
অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিম

সহকারি সম্পাদক টিম

মো. সাকায়েত উল্যাহ
প্রিন্সিপাল অফিসার

মো. মাহমুদুল হক
প্রিন্সিপাল অফিসার

মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান
প্রিন্সিপাল অফিসার

ইসরাত ইরিন
সিনিয়র অফিসার

খন্দকার মফিজুল ইসলাম
সিনিয়র অফিসার

এস এম আল-আমিন
অফিসার (ক্যাশ)

প্রকাশনায় : স্পেশাল স্টাডি সেল, পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ২৫/এ দিলকুশা (আলামিন সেন্টার, ফ্লোর ১৩) ঢাকা
ফোন +৮৮ ০২-৯৫১৫২৮৫, ssc@agranibank.org, www.eagranidarpon.org

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
অগ্রণী পরিক্রমা	
এপিএ পরীক্ষণ ও মূল্যায়নে অগ্রণী ব্যাংকের প্রথম স্থান অর্জন	০৬
সিংগাপুরে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজের ফিনটেক অ্যাওয়ার্ড অর্জন	০৬
জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে অগ্রণী ব্যাংকের শ্রদ্ধা নিবেদন	০৭
ইছানগর শাখা নতুন ভবনে স্থানান্তরিত	০৮
ফরিদপুরের যদুনন্দী বাজারে ৯৫৯ তম শাখার কার্যক্রম শুরু	০৮
পায়রা বন্দরে অগ্রণীর ৯৬০ তম শাখার কার্যক্রম শুরু	০৮
অগ্রণীতে স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি চালু হয়েছে	০৮
বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখায় স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি চালু	০৯
অগ্রণী ব্যাংকে ভ্যাট অনলাইন পদ্ধতি চালু	১০
বগুড়ায় অগ্রণী ব্যাংকের ত্রাণ বিতরণ	১০
বিশেষ প্রতিবেদন	
চেয়ারম্যান হিসেবে পুনঃনিয়োগ : মননশীল অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখ্‌ত	১১
সভা ও সম্মেলন	
ওয়েবিনার: ড. জায়েদ বখ্‌ত এর পুনঃনিয়োগ উপলক্ষে সংবর্ধনা ও বার্ষিক সমাপণী বিষয়ক মতবিনিময় সভা	১২
অগ্রণী ব্যাংকের মাসিক ম্যানকম সভা অনুষ্ঠিত	১৩
পদোন্নতি	
মো. আবদুস সালাম মোল্যা ও মাহমুদুল আমিন মাসুদের ডিএমডি হিসেবে পদোন্নতি লাভ	১৩
মহাব্যবস্থাপক পদে আরও ৪ জনের পদোন্নতি	১৪
উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে ৩৭ জনের পদোন্নতি	১৪
এজিএম পদে ১১৪ জনের পদোন্নতি	১৫
কর্মকর্তাদের বিভিন্ন গ্রেডে ৫৮০ জনের পদোন্নতি	১৫
বিভিন্ন গ্রেডের ১০৩ জন কর্মচারীর পদোন্নতি	১৫
ট্রেনিং ও কর্মশালা	
'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' বিষয়ে এবিটিআই-তে কর্মশালা	১৬
এবিটিআই-তে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত	১৬
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে অগ্রণী ব্যাংকের চুক্তি	
অগ্রণী ব্যাংক ও জীবন বীমা কর্পোরেশনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত	১৭
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের গ্রাহকগণও অগ্রণী দুয়ার-এর সেবা পাবেন	১৮
ইউজিসি এবং অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত	১৮
সাফল্য সংবাদ	
বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্মৃতি পুরস্কার পেলেন ড. মো. ফরজ আলী	১৯
শোক সংবাদ	
করোনায় উৎসর্গীকৃত অগ্রণীর যোদ্ধা	২০
অক্টোবর-ডিসেম্বর কোয়ার্টারে আমরা যে সব অগ্রণীয়ানকে হারিয়েছি	২০
সাহিত্য ও সংস্কৃতি	
কবিতা- আমার ঘুম আসে না- এ. কে. কোরেশী (১৯৬৪ সালে তৎকালীন দি কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এ যোগদানকারী প্রবেশনারী অফিসার)	২১
রচনা- আমার মহানায়ক	২২
স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া	
কোভিড-১৯ রোগের সংক্রমণের চিকিৎসা এবং ব্যয়	২৩
স্মৃতির আরকাইভস	
স্মৃতিময় অগ্রণী ব্যাংক আরকাইভস থেকে	২৫
ফটো গ্যালারি	২৬-২৭

সম্পাদকীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অদম্য নেতৃত্বে ২৪ বছরের সংগ্রাম আর ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি পেয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র, নিজস্ব মানচিত্র, গৌরবের পতাকা। একদিকে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী, অন্যদিকে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সম্মিলনে জাতি আজ প্রবেশ করছে অনন্য এক অধ্যায়ে। এবারের বিজয় দিবস উদ্‌যাপনে যোগ হয়েছে ভিন্নমাত্রা। তাই সর্বস্তরের মানুষ মেতেছে বিজয়োল্লাসে, দেশ ছেয়ে গেছে লাল-সবুজের রঙিন পতাকায়। কোভিড-১৯ মহামারির এতোকিছুর মধ্যেও উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে আপামর জনতা।

করোনা-র প্রকোপকে সামাল দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে অগ্রণী ব্যাংক এর সর্বস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণও সামিল হয়েছেন এই উৎসবে। ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত এর নেতৃত্বে ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান সম্মানিত পর্ষদ সদস্যবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্‌-উল ইসলাম সহ নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। আলোকসজ্জিত করা হয় ব্যাংকের মূল ভবন। জাতীয় পতাকা সহ ব্যানার, ফেস্টুন শোভা পায় অগ্রণীর আঙিনায়। শোনানো হয় বঙ্গবন্ধুর অবিনাশী ভাষণ ও মুক্তি যুদ্ধের গান।

বিশ্ব সম্প্রদায়ের বিস্মিত চোখের সম্মুখে ১৯৭১ -এ বহু ত্যাগের বিনিময়ে আমরা বিজয় অর্জন করেছিলাম। পাঁচ দশকে বাংলাদেশ একের পর এক আরও বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছে। আমরা অর্থনৈতিকভাবে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছি। একদা বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ ছাড়া মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন অকল্পনীয় ছিল। এখন আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা বহুমুখী সেতুর মতো প্রকল্পও প্রমত্ত পদ্মার বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের সার্বিক সক্ষমতা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। এটা সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় ও দূরদর্শী নেতৃত্বে। আমরা আনন্দিত যে, পদ্মা সেতু নির্মাণে ১ দশমিক ১৬ বিলিয়ন ডলার সরবরাহ করছে অগ্রণী ব্যাংক। বাংলাদেশ এখন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে। এমনকি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব অনেক উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশ বেশ সফলভাবেই মোকাবিলা করেছে।

জুম ওয়েবিনার এর মাধ্যমে ১৫ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের পূর্ব মূহুর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন, অগ্রণীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা এবং চেয়ারম্যান হিসেবে ড. জায়েদ বখ্‌ত এর পুনঃনিয়োগ উপলক্ষে সংবর্ধনা ও বার্ষিক সমাপনী বিষয়ক জুম ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২৫০০ স্টাফ মেম্বার ওয়েবিনারে যোগ দিয়ে রাত ১২ টায় একযোগে বিজয় উৎসব ২০২০ -এ অংশ নেন।

অগ্রণী ব্যাংকে চালু হয়েছে স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি (Automated Challan System)। এ পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে সহজে অগ্রণীর গ্রাহকদের যে কোন ধরনের চালানের টাকা জমা দেয়া যাবে। এখন থেকে সরকারি ই-চালান সেবা অগ্রণীতেও পাওয়া যাবে। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর কেন্দ্রীয় তহবিল ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক এবং জীবন বীমা কর্পোরেশনের মধ্যে ৮ নভেম্বর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জীবন বীমার পলিসি হোল্ডারদের প্রিমিয়ামের অর্থ সংগ্রহ সহ জীবন বীমা কর্পোরেশনের শাখাগুলো থেকে প্রেরিত অর্থ অগ্রণী ব্যাংকের যে কোন শাখার মাধ্যমে রিয়েল টাইম ভিত্তিতে তাদের মূল হিসাবে জমা হবে।

অনলাইনে ঋণের কিস্তি পরিশোধ বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে ১০ নভেম্বর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের গ্রাহকগণ অগ্রণী ব্যাংকের অনলাইন প্লাটফর্ম 'অগ্রণী দুয়ার' ব্যবহার করে যেকোন জায়গা থেকে যে কোন সময় ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ নীতিমালা ২০১৯ এর আওতায় ঋণ প্রদান শুরু করার নিমিত্তে অগ্রণী ব্যাংকের সাথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

মোহম্মদ শামস্‌-উল ইসলাম এর উদ্দীপক নেতৃত্বে অগ্রণী ব্যাংক এই করোনাকালেও অবিরাম এগিয়ে চলেছে। ব্যাংকের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তার নির্দেশনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এই নেতৃত্বের ফলস্বরুপ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর পরীক্ষণ ও মূল্যায়নে অগ্রণী ব্যাংক প্রথম স্থান অর্জন করেছে। গেল ২০২০ সালে আমানত, ঋণ ও অগ্রিম, আমদানি-রপ্তানি, রেমিট্যান্স, মুনাফাসহ সকল প্যারামিটারে অগ্রণী ব্যাংক সাফল্য অর্জন করেছে। এই সাফাল্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মহোদয় সকল অগ্রণীয়ানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অক্টোবর-ডিসেম্বর কোয়ার্টারে করোনা কেড়ে নিয়েছে আমাদের প্রিয় সহকর্মী লালদীঘি পূর্ব কর্পোরেট শাখার প্রিন্সিপাল অফিসার মোহাম্মদ জহিরুল হক এবং নারিন্দা শাখা, ঢাকার সিনিয়র অফিসার জিন্নাতুন নেছাকে। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যাধিতে ইহকাল ত্যাগ করেছেন আরো ৮ অগ্রণীয়ান। তাদের সকলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

'ই-অগ্রণী দর্পণ' অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় যাদের লেখা রয়েছে এবং যারা সহযোগীতা করছেন তাদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ।

অগ্রণী পরিক্রমা

এপিএ পরীক্ষণ ও মূল্যায়নে অগ্রণী ব্যাংকের প্রথম স্থান অর্জন

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর পরীক্ষণ ও মূল্যায়নে অগ্রণী ব্যাংক প্রথম স্থান অর্জন করায় ১৬ নভেম্বর ২০২০ ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামকে এক উষ্ণ সংবর্ধনা দেয়া হয়। ব্যাংকের বোর্ড রুমে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, মো. ওয়ালি উল্লাহ, মো. আবদুস সালাম মোল্যা, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, অফিসার সমিতি, সিবিএ, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড-এর সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ। মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম বলেন, ব্যাংকের সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এজন্য তিনি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান।

সরকারের এপিএ পরীক্ষণ ও মূল্যায়নে অগ্রণী ব্যাংকের প্রথম স্থান অর্জন করায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম সংবর্ধিত

সিংগাপুরে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজের ফিনটেক অ্যাওয়ার্ড অর্জন

অগ্রণী ব্যাংকের ফ্ল্যাগশীপ রেমিট্যান্স কোম্পানি অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড সিংগাপুর, স্থানীয় ফিনটেক কোম্পানি ফ্লেক্সএম এর সহায়তায় চালুকৃত মোবাইল রেমিট্যান্স অ্যাপ 'ফিনটেক অ্যাওয়ার্ড' (Fintech Award) লাভ করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনিটরি অথরিটি অব সিংগাপুর (এমএএস) কর্তৃক আয়োজিত ফিনটেক ফেস্টিভাল ২০২০ এ ৫৫ টি দেশের ৩২৬ টি উদ্ভাবন/সল্যুশন এর মধ্যে এশিয়ান ফিনটেক বিভাগে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ তৃতীয় স্থান অধিকার করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী

উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ সিংগাপুর কর্তৃক রেমিট্যান্স অ্যাপটি উদ্বোধন করা হয়। এর ফলে করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যে সিংগাপুরস্থ প্রবাসী বাংলাদেশীরা ঘরে বসে কিংবা আইসোলেশনে থেকে নিজের মোবাইল হ্যান্ডসেটের মাধ্যমে তাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা খুব সহজে বাংলাদেশে পাঠাতে পারছেন যা সিংগাপুরে প্রশংসিত হয়েছে। উল্লেখ্য রেমিট্যান্স আহরণে অগ্রণী ব্যাংক দীর্ঘ এক দশকব্যাপী সরকারি ব্যাংক সমূহের মধ্যে প্রথম স্থান ধরে রেখেছে।

মহান বিজয় দিবস ২০২০

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে অগ্রণী ব্যাংকের শ্রদ্ধা নিবেদন

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সহ সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ

নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধ, ত্যাগ-তিতীক্ষা আর এক নদী রক্তের বিনিময়ে বিজয় অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আত্মসমর্পণ করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। ১৬ ডিসেম্বর তাই বাঙালি জাতির বিজয় লাভের গৌরবের দিন। বিশ্ব মানচিত্রে লাল-সবুজের পতাকার স্থান পাওয়ার দিন। যেসব বীর সন্তানের প্রাণের বিনিময়ে এই পতাকা ও মানচিত্র এসেছে, তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমেই এই দিবসের মহিমা প্রকাশ পায়। এবার মহান বিজয়ের ৪৯তম বার্ষিকী। ২০২১ সালে হবে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীও এ বছর। সব মিলিয়ে এবারের বিজয়ের উদযাপনে ভিন্নমাত্রা যোগ হয়েছে। বিজয়ের ৪৯তম বার্ষিকীতে তাই সর্বস্তরের মানুষ বিজয়োল্লাসে নেমেছিল রাজপথে। সারাদেশ হয়ে উঠেছিল লাল-সবুজের রঙিন নদী। কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেও উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন অঙ্গণ।

১৬ ডিসেম্বর ২০২০ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর সর্বোস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণও সামিল হন এই উৎসবে । ওইদিন রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিচালক কাশেম হুমায়ুন, কে এম এন মঞ্জুরুল হক লাবলু, তানজিনা ইসমাইল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ মো. আনিসুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম, মো. আবদুস সালাম মোল্যা, মো. ওয়ালি উল্লাহ, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, সহকারী মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ফোরাম, অফিসার সমিতি, সিবিএ এবং অগ্রণী ব্যাংক মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ। এছাড়াও বিজয় দিবস উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংকের মূল ভবন আলোকসজ্জিত করা হয়। জাতীয় পতাকা সহ ব্যানার, ফেস্টুন শোভা পায় ব্যাংকের আঙিনায়। শোনানো হয় বঙ্গবন্ধুর অবিনাশী ভাষণ ও মুক্তির গান।

ইছানগর শাখা নতুন ভবনে স্থানান্তরিত

স্থানান্তরিত নতুন ব্যাংক ভবনের ইছানগর শাখা উদ্বোধন করছেন মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম

চট্টগ্রাম মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ক্যাম্পাসে অগ্রণী ব্যাংক ইছানগর শাখা নতুন ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ১ নভেম্বর ২০২০ মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম স্থানান্তরিত ব্যাংক ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ব্যাংকের শাখাটি মেরিন একাডেমির ক্যাম্পাসের মধ্যে ৫১ বছর ধরে চলছিল। অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমির অধ্যক্ষ মাসুক হাসান আহমেদ, অগ্রণী ব্যাংক চট্টগ্রাম সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. সামসুল হক, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. সামিউল হুদা, ইছানগর শাখা ব্যবস্থাপক জালাল আহমেদ মুফতি, চট্টগ্রাম জেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা মো. রেয়াজুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফরিদপুরের যদুনন্দী বাজারে ৯৫৯ তম শাখার কার্যক্রম শুরু

ফরিদপুর জেলার সালথা উপজেলায় অগ্রণী ব্যাংকের ৯৫৯ তম শাখা হিসেবে যদুনন্দী বাজার শাখার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে ২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ হতে একটি পল্লী শাখা হিসেবে শাখাটি কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকের প্ল্যানিং কো-অর্ডিনেশন এন্ড মার্কেটিং ডিভিশনের তথ্য মতে যদুনন্দী বাজার শাখার কোড নং-১১১১-১। কার্যক্রম শুরুর দিন উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ফরিদপুর সার্কেল মহাব্যবস্থাপক সুরঞ্জন কুমার রায়, ফরিদপুর অঞ্চল প্রধান ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মৃণাল কান্তি বকশি, যদুনন্দী বাজার শাখার নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপক মীর রুসমত আলী প্রমুখ।

পায়রা বন্দরে অগ্রণীর ৯৬০ তম শাখার কার্যক্রম শুরু

পটুয়াখালি জেলার কলাপাড়া উপজেলায় অগ্রণী ব্যাংকের ৯৬০ তম শাখা হিসেবে পায়রা বন্দর শাখার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ হতে একটি পল্লী শাখা হিসেবে শাখাটি কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকের প্ল্যানিং কো-অর্ডিনেশন এন্ড মার্কেটিং ডিভিশনের তথ্য মতে পায়রা বন্দর শাখার কোড নং-১১১২-২। কার্যক্রম শুরুর দিন পায়রা বন্দর শাখার নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপক মো. জাহাঙ্গীর আলমসহ স্থানীয় গ্রাহক ও ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

অগ্রণীতে স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি চালু হয়েছে

অগ্রণী ব্যাংকে চালু হলো স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি (Automated Challan System)। এ পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে সহজে গ্রাহকের যে কোন ধরনের চালানের টাকা জমা দেয়া যাবে। গত ৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতির উদ্বোধন করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ এন্ড কো-অর্ডিনেটর (BACS & iBAS++scheme) এর যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম, মো. ওয়ালি উল্লাহ, মো. আব্দুস সালাম মোল্যা, বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক এ. কে. এম মুখলেছুর রহমান, অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন এফসিএ, মো. আনোয়ারুল ইসলাম, মো. মোজাম্মেল হোসেনসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এখন থেকে সরকারি ই-চালান সেবা অগ্রণী ব্যাংকে পাওয়া যাবে। ট্রেজারি চালানের অর্থ জমা দেয়ার প্রচলিত পদ্ধতি সহজীকরণ, গ্রাহক ভোগান্তি কমানো, ভুয়া চালান জমা ও রাজস্ব ফাঁকির প্রবণতা রোধসহ সঠিক সময়ে চালানের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করার জন্য এই স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা হলে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক সমূহের আমানত বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী অগ্রগতি সাধিত হবে।

অগ্রণীতে স্বয়ংক্রিয় ট্রেজারি চালান পদ্ধতির উদ্বোধন করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখায় স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি চালু

সরকারী কোষাগারে সহজে যে কোন ধরনের টাকা জমা দেয়ার জন্য অগ্রণী ব্যাংকের বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখায় স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি (Automated Challan System) চালু হয়েছে। গত ৫ নভেম্বর ২০২০ এই পদ্ধতির উদ্বোধন করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস-উল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক এ. কে. এম. মুখলেছুর রহমান, অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন এফসিএ, পাবলিক রিলেশন ডিভিশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক জাকির হোসেন, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. শরফুল আলম প্রমুখ। এখন থেকে এই শাখায় সরকারি ই-চালান সেবা পাওয়া যাবে।

বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখায় স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতির উদ্বোধন করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

অগ্রণী ব্যাংকে ভ্যাট অনলাইন পদ্ধতি চালু

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-এ ভ্যাট অনলাইন পদ্ধতি (VAT Online) চালু হয়েছে। ২৪ নভেম্বর প্রধান শাখায় এ পদ্ধতির উদ্বোধন করেন অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক (ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প) কাজী মোস্তফিজুর রহমান, বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক রাফেজা আক্তার কান্তা, অগ্রণী ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম, মো. ওয়ালি উল্লাহ্, মো. আবদুস সালাম মোল্যা এবং মহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন এফসিএ, প্রধান শাখার মহাব্যবস্থাপক মো. মোজাম্মেল হোসেন প্রমুখ।

অগ্রণী ব্যাংকে অনলাইন ভ্যাট সার্ভিস উদ্বোধন করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

বগুড়ায় অগ্রণী ব্যাংকের ত্রাণ বিতরণ

গত ২ অক্টোবর বগুড়া অঞ্চল কর্তৃক সারিয়াকান্দি উপজেলার হাটশেরপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে চালুয়াবাড়ি ও হাটশেরপুর ইউনিয়ন এবং সারিয়াকান্দি ইউনিয়নের দিঘলকান্দী গ্রামের বন্যাকবলিত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। বগুড়া অঞ্চলের উপ-মহাব্যবস্থাপক শেখ আকরাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচালক ড. মো. ফরজ আলী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগরের উপ-পুলিশ কমিশনার হামিদুল আলম মিলন, রাজশাহী সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. মনিরুল ইসলাম, রংপুর সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক শামিম উদ্দিন আহমেদ, রাজশাহী সার্কেলের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. বজলুর রশীদ, স্থানীয় আওয়ামী নেতা এফাজউদ্দিন প্রমুখ।

বগুড়া অঞ্চল কর্তৃক সারিয়াকান্দি উপজেলায় ত্রাণ বিতরণ করছেন অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক ড. মো. ফরজ আলী

চেয়ারম্যান হিসেবে পুনঃনিয়োগ :

মননশীল অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখ্‌ত

অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে টানা তৃতীয়বার নিয়োগ পেয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখ্‌ত। গত ৭ ডিসেম্বর সরকার তাঁকে আবার তিন বছরের জন্য নিয়োগ দেয়। ২০১৪ সালের ১৮ নভেম্বর তিনি অগ্রণী ব্যাংকে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। ২০১৭ সালের ৪ ডিসেম্বর দ্বিতীয়বার তাঁর মেয়াদ বাড়ানো হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থনীতির নানা শাখায় কাজ করেছেন এই বর্ণাঢ্য ক্যরিয়ারের গবেষক।

তিনি ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক সম্পন্ন করেন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটি থেকে দ্বিতীয়বার অর্থনীতিতে এমএসসি এবং ১৯৭৮ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. জায়েদ বখ্‌ত ১৯৭১ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (বিআইডিএস) এর স্টাফ অর্থনীতিবিদ হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত রিসার্চ ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮ সালে গবেষণা পরিচালক নিযুক্ত হন। অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান হবার আগে ২০১২ সালে তিনি সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের একজন পরিচালক ছিলেন।

ড. জায়েদ বখ্‌ত বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ে নানামুখী গবেষণায় সমৃদ্ধ করেছেন অভিজ্ঞতার ঝুলি। গবেষণা প্রকল্প প্রণয়ন, পরিচালনা ও দিক নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে উন্নয়নে এই অর্থনীতিবিদের দীর্ঘ কাজ রয়েছে। বিশেষ করে বাণিজ্য, শিল্প, বেসরকারি খাত, এসএমই উন্নয়ন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং বাহ্যিক অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর গবেষণা ও অভিজ্ঞতা ব্যাপক। এছাড়া শিল্পনীতি, জাতীয় আয় হিসাব, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সরকারি ব্যয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের পলিসি তৈরিতেও তিনি অভিজ্ঞ।

অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখ্‌ত-এর রয়েছে এক ডজনের ওপর আর্ন্তজাতিক জার্নালে গবেষণা পাবলিকেশনস। তার এসব গবেষণাকর্মে স্থান পেয়েছে ম্যানুফেকচারিং খাত, আইসিটি শিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও দারিদ্র নিরসন, নিটওয়্যার শিল্প, কৃষি, পরিবেশ মানদন্ড ও রপ্তানি, বাংলাদেশের যন্ত্রাংশ শিল্প, অর্থনৈতিক সংস্কার, সরকারি শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি, এসএমই খাত, গ্রামীণ উন্নয়নে প্রযুক্তি, বাংলাদেশের তাঁত শিল্পসহ বহুরৈখিক বিষয়।

দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সংস্থা সার্ক, দেশের উদীয়মান পোশাক খাতের কর্ম পরিবেশের নিরাপত্তা ও রপ্তানি এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ বিষয়সহ বাংলাদেশ সরকারের বেশকিছু গবেষণা প্রকল্পে তিনি কাজ করেছেন। বিশ্বের বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্বব্যাংক, আইএলও, এডিবি, এসক্যাপ, ইইউ, এফএও, আঙ্কটাড এবং জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশনের সঙ্গেও অনেক গবেষণা প্রকল্পে কাজ রয়েছে তাঁর।

ড. জায়েদ বখ্‌ত বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে ইউনেস্কো, আঙ্কটাড, স্ট্র্যাথলাইড ইউনিভার্সিটি, এসক্যাপ, আইএলও সহ বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন করেছেন। ১৯৯১ সালে শ্রীলংকায় গ্রামীণ অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান নিয়ে আইএলও'র সেক্টর রিভিউ মিশনের সদস্য হিসেবে তিনি কাজ করেন। ১৯৯২ সালে এসক্যাপ এর কনসালট্যান্ট হিসেবে আসিয়ান ও প্যাসিফিক অঞ্চলের সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিকস, ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্স, ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপিং ইকোনোমিকস, টোকিও, জাপানসহ বিদেশী অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেশকিছু গবেষণা কাজ পরিচালনা করেছেন।

বিভিন্ন জার্নাল সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেছেন ড. জায়েদ বখ্‌ত। তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের ত্রৈমাসিক

জার্নাল 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ' এর বিশেষ সংখ্যা সম্পাদনা করেছেন।

শিক্ষকতা জীবনে পদার্পণের মধ্য দিয়েও ড. জায়েদ বখ্‌ত সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর ক্যারিয়ার। ২০০৯-১০ সালে ইউএনডিপি'র স্পন্সরে বিআইডিএস ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সে কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯৫ সাল থেকে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতি বিভাগ ও এমবিএ প্রোগ্রামে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ঢাকায় ২০০৬-২০০৮ সালে তিনি অর্থনীতি বিভাগে অ্যাডজাঙ্কট অধ্যাপক ছিলেন, ২০০৫ সালে বিআইডিএস ও ডব্লিউবিআই প্রশিক্ষণ শিবিরে রিসোর্স পারসন ছিলেন। তিনি আর্মড ফোর্সেস স্টাফ কলেজ, পিএটিসি, নায়েম, প্ল্যানিং একাডেমি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে গেস্ট স্পিকার ছিলেন।

আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রদর্শনের পাশাপাশি ইতিপূর্বে দেশেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন এ অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ২০১৩ সাল থেকে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অর্থনীতিবিদ প্যানেলের সদস্য ছিলেন, ২০০২ সালে সরকারি ব্যয় রিভিউ কমিশনের সদস্য ছিলেন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় আয় হিসাব পর্যালোচনা কমিটির সদস্য, ২০০১ সালে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য ছিলেন এবং ১৯৯৮ সালে শিল্প নীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন এ অর্থনীতিবিদ।

প্রতিবেদক: এস এম আল-আমিন, অফিসার (ক্যাশ)
স্পেশাল স্টাডি সেল

সভা ও সম্মেলন

ওয়েবিনার: ড. জায়েদ বখ্‌ত এর পুনঃনিয়োগ উপলক্ষে সংবর্ধনা ও বার্ষিক সমাপণী বিষয়ক মতবিনিময় সভা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ৩ বৎসরব্যাপী আর্থিক প্রণোদনা কার্যক্রম সফল বাস্তবায়ন, অগ্রণীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা এবং চেয়ারম্যান হিসেবে ড. জায়েদ বখ্‌ত এর পুন:নিয়োগ উপলক্ষে সংবর্ধনা ও বার্ষিক সমাপনী বিষয়ক ওয়েবিনার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ সন্ধ্যা ৬টা ১ মিনিটে জুম ওয়েবিনার এর মাধ্যমে ভার্চুয়াল এ সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানে অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে টানা তৃতীয়বার নিয়োগ পাওয়া অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখ্‌ত এর বর্ণাঢ্য জীবনের ওপর আলোচনাসহ একটি ভিডিও ডুকমেন্টারি প্রকাশ করা হয়।

ভার্চুয়াল এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। সংযুক্ত থেকে আলোচনায় অংশ নেন পরিচালক কাশেম হুমায়ূন, ড. মো. ফরজ আলী, কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, তানজিনা ইসমাইল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, মো. ওয়ালি উল্লাহ, মো. আবদুস সালাম মোল্যা, মহাব্যবস্থাপকগণ প্রমুখ। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে ওয়োবিনারে সংযুক্ত থেকে আলোচনায় আরো অংশ নেন ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন সকল মহাব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, সার্কেল প্রধান, বিভাগীয় প্রধান, অঞ্চল প্রধান, কর্পোরেট শাখা প্রধান ও সেকশন ইনচার্জ, সকল শাখার ব্যবস্থাপক ও দ্বিতীয় কর্মকতা, ২৮০টি এজেন্ট ব্যাংকিং পয়েন্ট, মালেশিয়াস্থ সাবসিডিয়ারি কোম্পানির ৬টি শাখা, সিঙ্গাপুরস্থ সাবসিডিয়ারি কোম্পানির ৪টি শাখা, কানাডাস্থ সাবসিডিয়ারি কোম্পানির সিইও, অগ্রণী ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর ১৫টি শাখা, অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানি লিমিটেডের ৫০টি শাখার ব্যবস্থাপক ও দ্বিতীয় কর্মকর্তা এবং অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্টের নির্বাহীগণ এবং ব্যাংকের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে প্রণোদনা বাস্তবায়নসহ বার্ষিক সমাপনী বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শাখা ব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় এবং করণীয় নিয়ে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে এবং আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে ব্যাংকের শিল্পীবৃন্দ সংগীত ও যন্ত্র সংগীত পরিবেশন করে ওয়েবিনারটিকে প্রাণবন্ত করে রাখেন।

অগ্রণী ব্যাংকের মাসিক ম্যানকম সভা অনুষ্ঠিত

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের মাসিক ম্যানকম (MANCOM) সভা ৬ অক্টোবর, ২০২০ ব্যাংকের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, মো. আবদুস সালাম মোল্যা, মাহমুদুল আমিন মাসুদ, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং ম্যানকম এর সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রশাসনিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পাশাপাশি সরকারের কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়। এসময় সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুস সালাম মোল্যা ও মাহমুদুল আমিন মাসুদ এবং মহাব্যবস্থাপক বাহারে আলম, মো. আব্দুর রাজ্জাককে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।

মাসিক ম্যানকম সভায় অংশগ্রহণকারী নির্বাহীবৃন্দ সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয় ও মহাব্যবস্থাপকদ্বয় কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়

পদোন্নতি

মো. আবদুস সালাম মোল্যা ও মাহমুদুল আমিন মাসুদের ডিএমডি হিসেবে পদোন্নতি লাভ

মো. আবদুস সালাম মোল্যা

মাহমুদুল আমিন মাসুদ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ৪ অক্টোবর ২০২০ জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপনে জানানো হয় যে, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ২ জন, জনতা ব্যাংকের ৩ জন, রূপালী ব্যাংকের ১ জন এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর ১ জন সহ ৭ জন মহাব্যবস্থাপককে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

ডিএমডি হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত অগ্রণী ব্যাংকের দুইজন হলেন মো. আবদুস সালাম মোল্যা ও মাহমুদুল আমিন মাসুদ। সরকারের প্রজ্ঞাপনে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ডিএমডি'দ্বয় তাদের নিজ ব্যাংকে অর্থাৎ অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-এ পদায়ন লাভ করেন। এই পদোন্নতি নির্বাহীগণের মেধা ও দক্ষতার স্বীকৃতি যা তাদের পেশাগত ও সামাজিক জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

মহাব্যবস্থাপক পদে ৪ জনের পদোন্নতি

বাহারে আলম

মো. আব্দুর রাজ্জাক

কে এম ফজলুল হক

মো. আমিনুল হক

অগ্রণী ব্যাংকের সার্বিক স্বার্থে অধিকতর অবদান রাখার লক্ষ্যে ৫ অক্টোবর ২০২০ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ২ জন উপ-মহাব্যবস্থাপককে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক নতুন কর্মস্থলে পদায়ন করেন। পদোন্নতিপ্রাপ্ত দুইজন হলেন বাহারে আলম ও মো. আব্দুর রাজ্জাক। একই বছরের ১৫ নভেম্বর রমনা কর্পোরেট শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপক কে এম ফজলুল হক-কে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক আমিন কোর্ট কর্পোরেট শাখার প্রধান হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ৩১ ডিসেম্বর প্রধান শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. আমিনুল হক -কে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি পূর্বক ফরিদুপর সার্কেলে পদায়ন করা হয়েছে।

উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে ৩৭ জনের পদোন্নতি

গত ১২ অক্টোবর ২০২০ অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ২৮ জন এবং ৩০ নভেম্বর ৩ জন এবং ৩১ ডিসেম্বর ৬ জনসহ মোট ৩৭ জন সহকারী মহাব্যবস্থাপককে উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক নতুন কর্মস্থলে পদায়ন করেন। পদোন্নতিপ্রাপ্তরা হলেন আশুতোষ চন্দ্র শিকদার (আঞ্চলিক কার্যালয় বরিশাল), আ. ন. ম আলী হায়দার (সোনারগাঁও রোড শাখা, ঢাকা), মো. এনামুল কবির (আঞ্চলিক কার্যালয়, পটুয়াখালী), মো. আবুল হোসেন (আঞ্চলিক কার্যালয়, গাজীপুর), মো. কামরুল ইসলাম (আঞ্চলিক কার্যালয়, মানিকগঞ্জ), রোকসানা আরা হোসেন (মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়, খুলনা), মো. নূরুল ইসলাম (আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ), মো. হাসান জাহীর (নিউমার্কেট কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম), মো. মনিরুজ্জামান (মহাখালী কর্পোরেট শাখা, ঢাকা), মো. আ. করিম মিয়া (এসএমই ক্রেডিট ডিভিশন এবং সাসটেইনবল ফাইন্যান্স ডিভিশন), মো. আবদুল লতিফ (আঞ্চলিক কার্যালয়, মৌলভীবাজার), মোস্তাক আহমেদ (বাণিজ্যিক এলাকা কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম), মোর্শেদা আক্তার (আঞ্চলিক কার্যালয়, সিলেট পূর্ব), ভবেশ চাকমা (রিকভারী এন্ড এনপিএ ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন), এস এম জহিরুল ইসলাম (আঞ্চলিক কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ), মো. মারফত আলী (আমিনকোর্ট কর্পোরেট শাখা, ঢাকা), মো. নূরুজ্জামান (ভিজিলেন্স ডিভিশন), মো. সাইফুল আমির (কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশন), রেবেকা সুলতানা (অডিট কমপ্লায়েন্স ডিভিশন, অভ্যন্তরীণ), মো. আবদুর রহমান (ফরেন এক্সচেঞ্জ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা), শেখ মো. মনিরুল ইসলাম (উত্তরা মডেল টাইন কর্পোরেট শাখা), মো. মুজাফফর হোসেন (এইচআর প্ল্যানিং, ডিপ্লয়মেন্ট এন্ড অপারেশনস ডিভিশন-পিডি), ছাখাওয়াত উল্যাহ চৌধুরী (সেন্ট্রাল একাউন্টস ডিভিশন), মোহাম্মদ আলী (বঙ্গবন্ধু রোড কর্পোরেট শাখা, নারায়ণগঞ্জ), মো. কফিল উদ্দিন (আঞ্চলিক কার্যালয়, মাদারীপুর), শেখ দীন মোহাম্মদ (আঞ্চলিক কার্যালয়, ঝিনাইদহ), মো. মকবুল হোসেন (আঞ্চলিক কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও), বাবুল মুহরী (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্পোরেট শাখা), মো. আবদুল বাকী (আর্মি পেনশন সেল, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা উত্তর), মোসাম্মাৎ আঞ্জুমানারা বেগম (অঞ্চল প্রধান, নারায়ণগঞ্জ), মো. মনিবুর রহমান (এইচআর প্ল্যানিং, ডিপ্লয়মেন্ট এন্ড অপারেশনস ডিভিশন, এইচআর), শেখ খয়বর রহমান (বিভাগীয় প্রধান, রিকনসিলেশন ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়), সুপ্রভা সাঈদ (পরিচালক, এইচআর ট্রেনিং, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন, এবিটিআই), কালিদাস চন্দ্র মন্ডল (প্রধান শাখা, ঢাকা), মো. জামাল উদ্দিন (ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড এমআইএস ডিভিশন (আইটি), খন্দকার মোহতাদিন (মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়, ফরিদপুর সার্কেল) এবং মিলন কান্তি দাস (বিভাগীয় প্রধান ক্রেডিট পলিসি এন্ড ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন)।

এজিএম পদে ১১৪ জনের পদোন্নতি

গত ২ নভেম্বর ২০২০ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ৯৭ জন, ৩০ নভেম্বর ১৪ জন, ৩১ ডিসেম্বর ৩ জন সহ মোট ১১৪ জন সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসারকে সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) পদে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক নতুন কর্মস্থলে পদায়ন করেন। এইচআরপিডিওডি এর মহাব্যবস্থাপক মো. আখতারুল আলম স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে পদোন্নতিপ্রাপ্তরা হলেন যথাক্রমে হোসনেয়ারা বিনতে শাহাদাত, মো. মনিরুজ্জামান মোল্লা, মুহ. ফারুক হোসেন, আশীষ চক্রবর্তী, মুহা. নুরে আলম সিদ্দিকী, আবু ফয়েজ মো. মাহবুব হাসান, এস এম ওহিদুর রহমান, মোহা. ফয়জুল কবীর চৌধুরী, গাজী মো. তোফাজ্জেল হোসেন, মো. ওমর ফারুক, মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, মো. রোকন উদ্দিন, বিপুল মন্ডল, মো. মাহবুবুর রহমান, মো. কামরুজ্জামান বাবুল, মো. মাসুদ আলম মিয়া, শের আলম মোল্লা, তপতী রানী, মুন্সী মো. মিরাজুল ইসলাম, মো. জসিম উদ্দিন, মো. মাহবুবুল ইসলাম, মারভিন গোমেজ, নাজমুল ইসলাম, বাদল কৃষ্ণ দাস, ফারজানা বেগম, মো. জয়নাল আবেদীন, হাসিনা বেগম, মোল্লা মো. মহসিন, মো. হায়দারুজ্জামান, সালমা আক্তার, শিউলী চৌধুরী, রতন কুমার সরকার, শারমিন আখতার, নূরুন্নাহার পরী, ফিরোজা খানম, মু. জাহাংগীর আলম তালুকদার, ফরিদ আহম্মদ খান, গনেশ চন্দ্র দেবনাথ, মো. শাহজাহান, মো. আইয়ুব আলী, মো. হুমায়ুন খালিদ, মো. মিজানুর রহমান ভুঞা, মো. নাজাত হোসেন, মো. নুরুল আহাদ, মো. রফিকুল ইসলাম, এস এম কামরুজ্জামান, ভবেন্দ্র নাথ মন্ডল, মো. শহীদুল ইসলাম, মালিহা আক্তার, বিদ্যুৎ কুমার মন্ডল, লায়লা নূর বেগম, সুজন চন্দ্র হাওলাদার, মো. মনিরুল ইসলাম খান, আলমগীর হোসেন, শাহানাজ বেগম, মো. মিজানুর রহমান খান, সেলিনা আকতার, শাহেদারা পারভীন, এম এল কবির খান, মো. মনির হোসেন, সুরাইয়া খান, মো. রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, মো. মিজানুর রহমান, মো. আবদুর রাজ্জাক, আমাতুজ্জোহরা খান, জ্যোতিষ কুমার সরকার, মো, মনিরুজ্জামান, তাপস কুমার হালদার, মো. ছায়েফ উদ্দিন, মো. নজরুল ইসলাম, জয়নাল আবেদীন, রাকিমুন নাহার রীতি, মো. লোকমান আহমেদ, মো. কামরুল হোসেন (কাজল), সালমা আক্তার, মো. হাফিজুর রহমান, সাবিনা সুলতানা, মো. আবদুল বাসিত, আহাম্মদ আলী খান, দাউদ আলী, মো. আশরাফ আলী, মুহাম্মদ তারিক হোসেন, মো. আখতার হাসান, মিলিনা আখতার, আলেয়া খাতুন, মো. গোলাম সরোয়ার, মো. জহির রায়হান, অমল চন্দ্র সিকদার, মোহাম্মদ শহীদ উল্যা, মোস্তাক আহমেদ, মো. অহিদুর রহমান, মো. আরিফুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা ইসলাম, মো. আসলাম আলী, নূর জাহান, এ এম মাজহারুল কবির, মো. মতিউর রহমান, তপন কুমার দত্ত, মো. হেলাল উদ্দিন, খন্দকার নাজমুল ইসলাম, মো. জিল্লুর রহমান, এনামুল হক, মো. হোসেন শাহিদ সারোয়ারদি, নেহার জ্যোতি পুরকায়স্থ, আফতাব উদ্দিন আহমেদ, মো. আপ্তাব হোসেন, এস এম মুজিবুর রহমান, মো. মোজাফফর হোসেন, সুরাইয়া আফরীন, মো. ফজলুল হক, মো. নাজিম উদ্দিন, মো. বকুল মোল্লা এবং আবু বকর সিদ্দিক।

কর্মকর্তাদের বিভিন্ন গ্রেডে ৫৮০ জনের পদোন্নতি

ব্যাংকের বিভিন্ন গ্রেডের ৫৮০ জন কর্মকর্তা পদোন্নতি পেয়েছেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অফিস আদেশে বিভিন্ন পদের মধ্যে ১৭ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ১৫০ জন প্রিন্সিপাল অফিসার হতে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, ২৩ নভেম্বর ২১০ জন সিনিয়র অফিসার হতে প্রিন্সিপাল অফিসার, ৩০ নভেম্বর ১৫০ জন অফিসার/অফিসার (ক্যাশ) হতে সিনিয়র অফিসার পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। এছাড়াও ৩১ ডিসেম্বর ২২ জন প্রিন্সিপাল অফিসার হতে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, ২৭ জন সিনিয়র অফিসার হতে প্রিন্সিপাল অফিসার, ২১ জন অফিসার/অফিসার (ক্যাশ) হতে সিনিয়র অফিসার পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। ইতোমধ্যে তাদের প্রত্যেককে নতুন কর্মস্থলে পদায়ন করা হয়েছে।

বিভিন্ন গ্রেডের ১০৩ জন কর্মচারীর পদোন্নতি

ব্যাংকের বিভিন্ন গ্রেডের ১০৩ জন কর্মচারী পদোন্নতি পেয়েছেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ৯৯ জন এটর্নি এসিস্ট্যান্ট হতে অফিসার, ১ জন ইউডিএ হতে এটর্নি এসিস্ট্যান্ট এবং ৩ জন এলডিএ হতে ইউডিএ পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। তারা সকলে একই সাথে নতুন কর্মস্থলে পদায়ন পেয়েছেন।

ট্রেনিং ও কর্মশালা

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ে এবিটিআই-তে কর্মশালা

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ধারণাটি এখন বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে আলোচিত। বাংলাদেশেও নাগরিক সেবায় নতুন নতুন উদ্ভাবন সংক্রান্ত আলোচনা ও চর্চা শুরু হয়েছে। গ্রাহক তথা নাগরিকদের চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ সংক্রান্ত উদ্ভাবনী চর্চাকে জাগরুক করার লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। গত ১৬, ২৩ ও ২৪ অক্টোবর ২০২০ দিনব্যাপী এ বিষয়ক কর্মশালার যৌথভাবে আয়োজন করে অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) এবং আইটি এন্ড এমআইএস ডিভিশন। নাগরিক সেবা সহজ পন্থায় জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (এটুআই) এর ফ্যাসিলিটেটর মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান উক্ত কর্মশালাগুলি পরিচালনা করেন।

এবিটিআই-তে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থীদের একাংশ

কর্মশালায় একজন ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট এক্সপার্ট কর্মকর্তা হিসেবে মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বলেন, নাগরিকের প্রয়োজন ও চাহিদা বিবেচনা করে সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার উন্নয়ন বা সহজিকরণই নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গণকর্মচারীগণের মধ্যে সেবা গ্রহীতার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনে সহমর্মীতা (এমপ্যাথি) এবং কাঙ্খিত পরিবর্তন অন্বেষণে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝুঁকি গ্রহণের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। এছাড়া নাগরিক সেবার সমস্যা চিহ্নিতকরণের দক্ষতা, সৃজনশীল সমাধান পরিকল্পনা, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা, দলীয় উদ্যোগ, নেটওয়ার্কিং ও পার্টনারশিপ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান, দক্ষতা ও চর্চা আবশ্যক। কর্মশালায় উপস্থিত হয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের উৎসাহ দেন ব্যাংকের আইটি এন্ড এমআইএস ডিভিশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক শাহীনূর বেগম। কোর্স সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন এবিটিআই এর সহাকারী মহাব্যবস্থাপক ও অনুষদ সদস্য সুপ্রভা সাঈদ ও মো. সাইফুল ইসলাম ভূইঁয়া।

এবিটিআই-তে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কোভিড-১৯ এ বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ও সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) ভার্চুয়ালভাবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৪৭টি কোর্সের ওপর ৫৬ টি কর্মশালার আয়োজন করে। অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের দিক নির্দেশনায় ও এবিটিআইয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও অনুষদ সদস্য (বর্তমানে উপ-মহাব্যবস্থাপক) সুপ্রভা সাঈদের তত্ত্বাবধানে কর্মশালাগুলোতে প্রধান কার্যালয় ও বিভিন্ন শাখার ২ হাজার ৯৫২ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশ নেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মহোদয় কর্মশালায় অংশ নেয়া প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রাহক বান্ধব ব্যাংকিং

কার্যক্রম পরিচালনা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মধ্যে অগ্রণী ব্যাংকের সকল সূচকে সর্বোচ্চ অবস্থানে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে ঘোষিত গোল্ডেন ভিশন বাস্তবায়ন এবং ব্যয় সংকোচন ও ঋণ আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে মুনাফা সর্বাধিকীকরণের নির্দেশনা দেন। জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে ভার্চুয়াল এ কর্মশালাগুলোর বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে Integrated Supervision System (ISS), Credit Operation & Management, Agriculture & Rural Financing, Nagorik Sebai Udvabon, Motivation, Operation & 2% Incentive Payment Procedure Of Foreign, Remittance, Mentoring, Army Pension & Settlement, IT Security Management & Cyber Audit, Web Based CIB Online Reporting, Islamic Banking & Operation, NPL Management: A Case Based Analysis, Automated Challan System, Money Laundering Prevention & Combating Fiancing of Terrorism, BACH, BEFTN, RTGS, VAT Online ইত্যাদি। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে এবিটিআই -এর অনুষদ সদস্যগণ কর্মশালার সেশন পরিচালনা, সঞ্চালনা ও সমন্বয়কারির দায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে অগ্রণী ব্যাংকের চুক্তি

অগ্রণী ব্যাংক ও জীবন বীমা কর্পোরেশনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত

অগ্রণী ব্যাংক ও জীবন বীমা কর্পোরেশনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে স্টেক হোল্ডারগণ

তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর কেন্দ্রীয় তহবিল ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এবং জীবন বীমা কর্পোরেশনের মধ্যে ৮ নভেম্বর ২০২০ এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জীবন বীমার পলিসি হোল্ডারদের প্রিমিয়ামের অর্থ সংগ্রহ সহ জীবন বীমা কর্পোরেশনের শাখাগুলো থেকে প্রেরিত অর্থ অগ্রণী ব্যাংকের যে কোন শাখার মাধ্যমে রিয়েল টাইম ভিত্তিতে তাদের মূল হিসাবে জমা হবে। জীবন বীমা কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. আসাদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবন বীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও সাবেক সচিব মো. মাকসুদুল হাসান খান এবং অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে দুই প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এসময় অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষে মহাব্যবস্থাপক জাকিয়া বেগম এবং জীবন বীমা কর্পোরেশনের পক্ষে মহাব্যবস্থাপক সেখ কামাল হোসেন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের গ্রাহকগণও অগ্রণী দুয়ার-এর সেবা পাবেন

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে স্টেক হোল্ডারগণ

অনলাইনে ঋণের কিস্তি পরিশোধ বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে ১০ নভেম্বর ২০২০ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের গ্রাহকগণ অগ্রণী ব্যাংকের অনলাইন প্লাটফর্ম 'অগ্রণী দুয়ার' ব্যবহার করে যেকোন জায়গা থেকে যে কোন সময় অনলাইনে ঋণের কিস্তি প্রদান করতে পারবেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রবাসীদের সেবা সহজলভ্য করতে কাজ করছে মন্ত্রণালয়। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সেবা গ্রহীতারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান বেগম শামছুন নাহার, অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থপনা পরিচালক মাহতাব জাবিন। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মো. শামসুল আলম, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান, বোয়েসেল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম বাদল এবং মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. শহীদুল আলম এনডিসিসহ প্রবাসী ও অগ্রণী ব্যাংকের উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ইউজিসি এবং অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়র শিক্ষক/কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ নীতিমালা ২০১৯ এর আওতায় গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করার নিমিত্তে অগ্রণী ব্যাংকের সাথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই ঋণ চুক্তির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থায়ীভাবে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ গৃহ নির্মাণের জন্য অগ্রণী ব্যাংক থেকে স্বল্প হারে ঋণ সুবিধা লাভ করবেন। বাংলাদেশ সচিবালয়ের অর্থ বিভাগের সভা কক্ষে ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০ ডিসেম্বর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ২৪ ডিসেম্বর নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অনুষ্ঠিত ওই চুক্তিগুলোতে স্বাক্ষর করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. এখলাছুর রহমান, অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। এসময় স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক এ কে এম মুস্তাফিজুর রহমান আল-আরিফ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার সাধন রঞ্জন ঘোষ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অগ্রণী ব্যাংকের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. এখলাছুর রহমান, অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম সহ অন্যরা

ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফসের ড. মো. দিদার-উল-আলম। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত ছিলেন অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বিশ্বজিত ভট্টাচার্য্য খোকন, এনডিসি, উপ-সচিব মোছা. নাজনীন সুলতানা, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর মহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন এফসিএ, ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ।

সাফল্য সংবাদ

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্মৃতি পুরস্কার পেলেন ড. মো. ফরজ আলী

ব্যাংকিং সেক্টরে বিশেষ অবদানের জন্য বীর শ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্মৃতি সম্মাননা পুরস্কার ২০২০ পেয়েছেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালক ড. মো. ফরজ আলী। গত ২৮ অক্টোবর বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল মিলনায়তনে স্বাধীনতা সংসদ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ.ন.ম মেশকাতউদ্দিন।

পুরস্কার গ্রহণ করছেন ড. মো. ফরজ আলী

শোক সংবাদ

করোনায় উৎসর্গীকৃত অগ্রণীর যোদ্ধা

বিশ্ব জুড়ে কোভিড-১৯ মহামারী কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না। প্রতিদিন হাজারও মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। নতুন নতুন অঞ্চলে সংক্রমণ আরও বাড়ছে। বেশ কিছু দেশে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়েছে। ওয়ার্ল্ডওমিটারস এর তথ্য অনুযায়ী এরই মধ্যে বিশ্বে করোনায় মৃত্যুর মিছিলের সংখ্যা ১৬ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। করোনায় সংক্রমণ ও মৃত্যুর হিসাব রাখা আন্তর্জাতিক এই ওয়েবসাইট এর তথ্যমতে, বিশ্বে করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্র। সংক্রমণে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারত, তৃতীয় ব্রাজিল, চতুর্থ রাশিয়া, পঞ্চম ফ্রান্স, ষষ্ঠ যুক্তরাজ্য, সপ্তম ইতালি, অষ্টম তুরস্ক, নবম স্পেন এবং আর্জেন্টিনা দশম। তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ২৬তম। বাংলাদেশেও করোনার আক্রমণে ইতোমধ্যে আমরা অনেককে হারিয়েছি।

করোনাক্রান্ত এই সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেও দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে নিয়মিত অফিস করছেন ব্যাংকারগণ। সম্মুখে থেকে দায়িত্ব পালন করছেন অগ্রণী ব্যাংকের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। গত অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত অনেক অগ্রণীয়ান করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

মহামারী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে লালদীঘি পূর্ব কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রামে কর্মরত প্রিন্সিপাল অফিসার মোহাম্মদ জহিরুল হক ২৭ অক্টোবর ২০২০ পার্ক ভিউ হাসপাতালে এবং নারিন্দা শাখা, ঢাকায় কর্মরত সিনিয়র অফিসার জিন্নাতুন নেছা ৯ ডিসেম্বর ২০২০ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না....রাজিউন)। অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মহোদয় এক শোক বার্তায় বলেন, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই নির্ভীক কর্মকর্তাদ্বয় করোনা'কে উপেক্ষা করে নিজ দায়িত্বের প্রতি অবিচল থেকে ব্যাংকিং সেবা দিয়ে গেছেন। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর সকল নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী তার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত।

করোনায় মৃত্যুবরণ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	শাখা	প্রয়াণের তারিখ
১।	**মো. জহিরুল ইসলাম**	**প্রিন্সিপাল অফিসার**	লালদীঘি পূর্ব কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম	২৭-১০-২০২০
২।	**জিন্নাতুন নেছা**	**সিনিয়র অফিসার**	নারিন্দা শাখা, ঢাকা	৯-১২-২০২০

অক্টোবর-ডিসেম্বর কোয়ার্টারে আমরা যে সব অগ্রণীয়ানকে হারিয়েছি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	শাখা	প্রয়াণের তারিখ
১।	মো. জহিরুদ্দিন দেওয়ান	জমাদার	মুক্তারপুর শাখা, মুন্সিগঞ্জ	১২-১০-২০২০
২।	মো. আব্দুর রশিদ	কেয়ারটেকার-১	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা	১৪-১০-২০২০
৩।	মো. গোলাম রব্বানী ফারুক	অফিসার	কুর্মিটোলা শাখা, ঢাকা	১৭-১০-২০২০
৪।	অংসাফু মগ	প্রিন্সিপাল অফিসার (নির্বাহী প্রকৌশলী)	প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন	২৭-১০-২০২০
৫।	সাত্বত সরকার	অফিসার	আঞ্চলিক কার্যালয়, নেত্রকোনা	১১-১১-২০২০
৬।	মো. আব্দুর রউফ	প্রিন্সিপাল অফিসার	আঞ্চলিক কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও	১৫-১১-২০২০
৭।	মো. মোস্তাফিজুর রহমান	জমাদার	নাজিম খান শাখা, কুড়িগ্রাম	১৭-১১-২০২০
৮।	মো. সফিকুর রহমান	অফিসার	হাউজিং এস্টেট শাখা, কুমিল্লা	০৫-১২-২০২০

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

কবিতা

আমার ঘুম আসে না

এ কে কোরেশী

দু'মাস আগে ভাবি নি

ঘুম এত মহার্ঘ হবে

রাত দশটার বিছানায় যেয়ে

আধা ঘন্টায় গভীর ঘুমে

ঘুমিয়ে যেতাম

পাড়ার মসজিদের ফজরের আযান

আর বিদ্যুতের তারের উপর বসা

দোয়েলের মিষ্টি সুরে বুঝতাম

এখন সকাল।

কিন্তু এখন সব ওলটপালট হয়ে গেছে

বিছানায় এপাশ থেকে ওপাশ করি

কিন্তু ঘুম আসে না।

শুয়ে শুয়ে উল্টোদিকের সংখ্যা গুণি

যেমন একশত, নিরানব্বই...পঁচানব্বই

জীবনের সুখ স্মৃতিগুলো নিয়ে মনের ভিতর নাড়াচাড়া করি

কিন্তু কোন কাজ হয় না

মনে হয় ঘুম আমার সাথে

অসহযোগ আন্দোলনে নেমেছে।

রাত বারোটা বেজে যায়

বারান্দায় যেয়ে দাঁড়াই

লাইট পোস্টের বিদ্যুতের আলোয়

নির্জন পথটা খাঁ খাঁ করে

আর মস্ত একটা অজগরের মত ঘুমায়।

কয়েকটা কুকুর এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করে

আর মাঝে মাঝে আকাশের দিকে মুখ করে

আর্তনাদ করতে থাকে

কিছু একটা হয়তো বলতে চায়

যা আমি বুঝি না।

হুমায়ূন আহমেদের অনেক

অতিপ্রাকৃত গল্পে পড়েছি

এদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে

কুকুরেরা নাকি অনেক কিছু দেখতে পায়

যা আমরা খালি চোখে দেখি না

ওরা হয়তো আসন্ন বিপদের কোন

অশুভ সংকেত পেয়ে বিচলিত বোধ করে কাঁদতে থাকে।

এ কে কোরেশী ১৯৬৪ সালে তৎকালীন দি কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এ প্রবেশনারী অফিসার হিসেবে যোগদান করেন এবং এজিএম পদে থাকাবস্থায় অগ্রণী ব্যাংকের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে প্রাইভেট ব্যাংকে যোগ দেন।

তিনি অগ্রণী ব্যাংক আরকাইভস -এ তৎকালীন দি কমার্স ব্যাংক লিমিটেড এর বহু দুস্প্রাপ্য ডকুমেন্ট দান করেছেন সে জন্যে অগ্রণী ব্যাংক তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ।

আমার মহানায়ক

ইসরাত ইরিন

মহানায়ক শব্দটি শুনেই হয়ত মনের ক্যানভাসে ভেসে উঠবে উত্তমকুমার অথবা নায়ক রাজ রাজ্জাক-এর কথা। না! আসলে আমার কাছে মহানায়ক আমার বাবা। মুক্তিযুদ্ধ কী তা ছোটবেলায় খুব বেশি বুঝতাম না। বাবার মুখে শুনেছি। শুনে মনে হতো যুদ্ধ মানে অনেক মানুষ আর তাদের হাতে বন্দুক, রাইফেল। ঠিস ঠিস করে শয়তানদের গুলি করছে। আর আমার বাবা সেই বীর মানুষদের একজন।

আমাদের চাঁদপুর জেলায় ডিসেম্বরের ১ বা ২ তারিখের দিকে শুরু হতো বিজয়মেলা। এই বিজয়মেলার প্রতিষ্ঠাতা আমার বাবা। মেলার উদ্বোধনী র‍্যালীতে বাবা আমাকেও নিয়ে যেতেন। বাবার বন্ধু এবং আরও যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তারা আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন। র‍্যালীতে বাংলাদেশের লাল-সুবজের বিশাল জাতীয় পতাকাটি তারা আমার হাতে তুলে দিতেন। আমি তখন খুব ছোট ছিলাম তাই পতাকার ভার সইতে পারতাম না। বাবার বন্ধুরা মাঝে মাঝে ধরতেন। বিজয় মেলায় বাবার রক্তমাখা ইউনিফর্ম মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি প্রদর্শনী স্টলে প্রদর্শনের জন্য রাখা হতো। মেলায় যখনই যেতাম তা একবার হলেও দেখে যেতাম, আর ভাবতাম বাবা আমার কত্ত সাহসী। শত্রুদের গুলিতে আহত হয়েও তিনি পিছপা হননি। তাদেরকে মেরে নিশ্চিহ্ন করেছেন। ধীরে ধীরে যখন বড় হতে থাকলাম মুক্তিযুদ্ধ কী বুঝতে শুরু করলাম, কেন হলো বুঝলাম এবং আমার বাবা আমার কাছে মহাবীর হয়ে উঠলেন। বাবার কাছে তো বটেই আত্মীয়-স্বজন, বাবার বন্ধুদের কাছেও যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা এবং বাবা ও তার বাহিনী কিভাবে শত্রুদের মোকাবেলা করেছেন, তা শুনেছি।

আমার বাবা এম. এ. ওয়াদুদ বর্তমানে চাঁদপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচিত কমান্ডার। যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি ২ নং সেক্টরের মেঘনা-গোমতী এলাকায় আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে যুদ্ধ করেছেন।

আমার বাবা তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৮ জানুয়ারি করাচির মালীর সেনানিবাস থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ছুটির উদ্দেশ্যে চাঁদপুরের নিজ গ্রামে মতলবে আসেন। সে সময় তিনি লক্ষ করলেন মানুষের মধ্যে একটা অস্থিরতা বিরাজ করছে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে সেই ঐতিহাসিক ভাষণ দেন এবং জনগণকে স্বাধীনতার সংগ্রামে আহ্বান করেন। বাবার বুঝতে বাকি রইলো না যে এবার বাঙালিদেরকে সশস্ত্র যুদ্ধ করতে হবে। তাই তিনি নিজ এলাকায় বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজের ছাত্রদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে সামরিক বাহিনীর সকল পদবীর সদস্যদের সংগঠিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। বাবা নিজে একজন গোলন্দাজ বাহিনীর লেফটেন্যান্ট হিসেবে সকলকে সংগঠিত করে চাঁদপুরে ২৮ মার্চ তৎকালীন নির্বাচিত সংসদ সদস্য (এমপি) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এ.বি সিদ্দিক সাহেবের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেন। তিনি ৮ এপ্রিল ১৯৭১ এর পর অস্ত্র গোলাবারুদের অপ্রতুলতার কারণে মতলবে ফিরে আসেন। সেখানে ৫ টি গ্রুপে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে রাখা হয়। অতঃপর আমার বাবার নেতৃত্বে কালীর বাজার সম্মুখ যুদ্ধে হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ নিজেদের অধিকারে আনতে সক্ষম হন। এতে যুদ্ধে তাদের রণকৌশলগত শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়।

১৯৭১ এর ২০ নভেম্বর দাউদকান্দি উপজেলার গোয়ালমারী স্থানে বড় যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ভোর ৫টা থেকে রাত প্রায় ১০ টা পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধে অসংখ্য পাক সেনা নিহত এবং ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। এই সম্মুখ যুদ্ধে আমার বাবাসহ ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। এই যুদ্ধে বাবা এবং তার নেতৃত্বাধীন বাহিনী জয়লাভ করে। এতে মতলব, গজারিয়া, দাউদকান্দি, হোমনা, চান্দিনা ও হাজিগঞ্জের কিছু অঞ্চল সম্পূর্ণ শত্রু মুক্ত হয়। আমার বাবার ঘাড়ে, গালে, হাতে এবং পায়ে মোট ৮টি গুলি বিদ্ধ হয়। চিকিৎসার মাধ্যমে ঘাড়, গলা, পায়ের গুলি বের করা সম্ভব হলেও ডান হাতে একটি গুলি রয়ে যায় যা তিনি এখনো নিজ শরীরে বহন করে চলেছেন। বাবা চিকিৎসারত অবস্থায়ই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়।

স্বাধীনতার পর বাবা সেনাবাহিনীতে আর ফিরে যাননি। তিনি মতলব থানার প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেন। সেই থেকে এখন পর্যন্ত দেশের ও জনগণের সেবা করে যাচ্ছেন। বাবা আমাকে সবসময় বলেন, যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, তাকে (স্বাধীনতা) বাঁচিয়েও রাখতে হয়। আর তা বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের এই প্রজন্মের। আমি বাবাকে আস্বস্ত করেছি, যেখানেই থাকি, যে অবস্থায় থাকি, সেখান থেকে দেশের সেবা করবো এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করব। যাই হোক, বাবাকে কখনো বলা হয়নি তাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি, বাবা তোমাকে অনেক ভালোবাসি। তুমি যেমন করে দেশকে ভালোবাস, আমিও তেমনি ভাবে ভালোবাসব।

সিনিয়র অফিসার, স্পেশাল স্টাডি সেল।

কোভিড-১৯ রোগের সংক্রমণ চিকিৎসা এবং ব্যয়

চীনের সবচেয়ে বড় শিল্পাঞ্চল উহান প্রদেশে ২০১৯ সালের নভেম্বরে নভেল করোনাভাইরাস কোভিড-১৯ আত্মপ্রকাশ করে এবং দ্রুত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর কারণে প্রথম মৃত্যু ঘটে ৮ মার্চ ২০২০। করোনা রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে চিকিৎসক ডা. খলিলুর রহমান তার অভিজ্ঞতার আলোকে তিন পর্যায়ে ভাগ করে করোনা রোগ ও তার চিকিৎসা সম্পর্কে একটি ছোট লেখা লিখেছেন যা শিক্ষণীয় বলে কিছু অংশ নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

কোভিড-১৯ একটি স্পর্শকীয় ভাইরাস: যা আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি বা কাশি থেকে বা আশেপাশের ৩ - ৬ ফুটের মধ্যে অবস্থিত বস্তু/ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিদের অসর্তকতার কারণে ছড়িয়ে পড়ে। স্টেফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপটোকক্কাস, নিউমোকক্কাস প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে অন্য ব্যক্তিদের মধ্যে এটি সংক্রমিত হয়। সাধারণত ৩-১৪ দিনের মধ্যে কোভিড-১৯ উপসর্গ প্রকাশ পায়। ভাইরাসটি Incubation Period তিন পর্যায়ের।

প্রথম পর্যায়ে ১-৩ দিন: শুরু হয় সাধারণ জ্বর, গায়ে মাথায় সামান্য ব্যথা ও শুস্ক কাশি দিয়ে, যোগ হয় নাক দিয়ে হালকা পানি পড়া (Runny Nose), হাঁচি-কাশি ও তৃতীয় দিনে মৃদু শ্বাসকষ্ট। চুলকানী ও হাঁচি-কাশি এলার্জির লক্ষণ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪-৬ দিন: হঠাৎ জ্বর বেড়ে ১০২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১০৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ফারেনহাইট উঠে, শুকনা কাশির সাথে শ্লেষ্মা যুক্ত হয়। শরীরের সর্বত্র মৃদু ব্যথা বিশেষত গলায় (Sore Throat), শ্বাসকষ্ট ক্রমান্বয়ে বেড়ে যায় (Progressive Dyspnoea), শ্লেষ্মাসহ হাঁচি-কাশি বৃদ্ধি এবং খাওয়ায় অরুচি ও অনিদ্রা যোগ হয়। নিউমোনিয়ার (Pneumonia) লক্ষণ প্রকাশমান হয় এবং রোগীর অস্বস্তি বোধের সাথে ভীতি সঞ্চারও লক্ষণীয়।

তৃতীয় পর্যায়: রক্তে অক্সিজেন সংমিশ্রণ বিভ্রাটে নিউমোনিয়ার সংক্রমণ ও কফ শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়ে বুকের ভিতর গড়গড় শব্দ শুনা যায় এবং স্বাভাবিকভাবে শুয়ে থাকায় অসুবিধা হয়, রোগী ক্রমে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

করোনা রোগীর চিকিৎসা ও ব্যয়

প্রথম পর্যায়ে রোগীকে পৃথক রুমে রেখে আলাদাভাবে দেখাশুনা করাই মূল কাজ। এলাকার একজন চিকিৎসকের (General Practitioner) নিয়মিত পরামর্শ নিলে ভাল হয়। প্রায় সত্তর থেকে আশি ভাগ (৭০-৮০%) রোগী নিরাময় হয় নিজ বাড়িতে স্বল্প খরচে, স্বল্প সময়ে ও পরিবারের স্নেহ ভালবাসায়। একই ঔষুধ অকারণে বেশি দামে কিনে বোকামী করতে হবে না, এতে ভালোর চেয়ে অন্য সমস্যাও সৃষ্টি হতে পারে।

দিনে ১টা বা ২টা করে ৫০০ মিলিগ্রামের প্যারাসিটামলের (Paracetamol) ট্যাবলেট দিনে এক থেকে তিনবার সেবন যুক্তিসঙ্গত। প্যারাসিটামলের সাথে অন্য উপাদান যেমন ক্যাফেইন বা ঘুমের ওষুধ মিশ্রিত না থাকা ভাল, এতে অন্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

হাঁচি-কাশি অর্থাৎ এলার্জি নিবারণের এন্টি এলার্জি (Anti Allergy) ওষুধ ৪ মিলিগ্রামের ক্লোরফেনারামিন (Chlorpheneramine/ G-Antihistamine Tablet) দিনে একটি করে খেলে ভাল উপকার হয়। প্রতি ট্যাবলেটের মূল্য মাত্র পঁচিশ পয়সা (অর্থাৎ এক টাকায় ৪ টি এন্টিহিস্টামিন ট্যাবলেট কিনতে পাওয়া যাবে)। গরম চা, মধু ও আদা সেবনে গলায় আরাম পাওয়া যায়। চুষে চুষে জি-ভিটামিন, সি-৫২০ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট দিনে ৩/৪ টি খাওয়া যেতে পারে, প্রতি ট্যাবলেট এর মূল্য এক টাকা পঁচিশ পয়সা (১০টি ট্যাবলেটের মূল্য ১৩ টাকা) অনেকে প্রতিদিন ২০ মিলিগ্রামের একটা বা দুটো জিংক টেবলেট (G-Zinc) গ্রহণের পরামর্শ দেন, খরচ প্রতি ট্যাবলেট এক টাকা অর্থাৎ ১০টি জিংক ট্যাবলেটের মূল্য ১০ টাকা।

কোয়ারেন্টাইন রুমে (একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথক থাকা) অবশ্যই এক বোতল ১০০ মিলিলিটারের জাইনানল বা জি-ক্লোরহেক্সাডিন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে এর জন্য ১০০ মিলিলিটারের মূল্য ১০০ টাকা। সাবানও ব্যবহার করতে হবে।

ভাল উপকার পাওয়া যায় গরম পানিতে কয়েক ফোঁটা টিংচার আয়োডিন কিংবা ইউকেলিপট্যাস তেল মিশিয়ে গরম বাষ্প নিলে।

অন্য সমস্যা যেমন পেট বা বুক জ্বালা পোড়া বা এসিড ভাব লাগলে দিনে একটি বা দুটি ২০ মিলিগ্রামের জি-ওমিপ্রাজল (G-Omeprazole) ক্যাপসুল সেবন করলে নিরাময় নিশ্চিত।

প্রথম পর্যায়ে নিরাময়ে ব্যর্থ ২০% রোগীকে অবশ্যই নিকটবর্তী

সরকারি বা বেসরকারি ক্লিনিক/ হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে (Isolaton Unit) ভর্তি হতে হবে। তবে ভর্তির পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে, সেখানে ছোট পালস অক্সিমিটার (Pulse Oxymeter) যন্ত্র এবং রোগীকে প্রয়োজন মাফিক সরাসরি অক্সিজেন দেবার সুবিধা আছে কিনা। রক্তে পরিমিত অক্সিজেন সংমিশ্রিত না হলে (Oxygen Saturation) রোগীকে মুখে বা নাক দিয়ে অক্সিজেন (Oxygen) কিছুক্ষণ দিতে হয়। দেখতে হবে অক্সিজেন সংমিশ্রণ ৯২%-৯৫% এর মধ্যে থাকে। অতিরিক্ত অক্সিজেন দেয়া অপচয় তো বটে, অনেক সময় ক্ষতিকরও।

বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যাপক তারিক আলম করোনা পজিটিভ দ্বিতীয় পর্যায়ের রোগীদের প্রতিদিন একটি এন্টি হেলমিনথিক আইভারম্যাকটিন (Ivermectin) যার প্রতিটি ট্যাবলেটের মূল্য ৫ টাকা এবং ১০০ মিলিগ্রামের ডক্সিসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ট্যাবলেট দিনে দুবার পাঁচদিন সেবন করিয়ে রোগ নিরাময়ে সাফল্য লক্ষ্য করেছেন।

হাসপাতালে আইসোলেশন ইউনিটে ভর্তির প্রথম দিনে ইনজেকশন (মিথাইল) প্রেডনিসোলন ২৫০ মিলিগ্রাম ২টি কিংবা ইনজেকশন (ডেক্সামেথাসন) ৪ মিলিগ্রাম (A-Dexamethasone 4mg Injection) মূল্য প্রতি ইনজেকশন মাত্র ১৫ টাকা দিনে তিনবার প্রত্যেকবার খরচ ৯০ টাকা।

নিউমোনিয়ার চিকিৎসার জন্য কো-এমক্সিক্লেভ (Co-Amoxiclav) ১-২ গ্রাম দিনে তিনবার কিংবা এরিথ্রোমাইসিন/এজিথ্রোমাইসিন অথ বা কেপসুল সেফেক্সিম (G-Cefixime 20mg) ৫ দিন সেবনের জন্য দেয়া হয়।

দিনে কয়েকবার গরম জলের বাস্প বা মেশিনের মাধ্যমে সালবুটামল (G-Salbutamol Solution .৫০% mg) মূল্য প্রতি ভায়াল ৮০ টাকা কিংবা বুডিসোনাইড (Budesonide 0.5mg) অথবা এন-এসিটিল (N-Acety1 Cysteine-NAC) সংমিশ্রণে নেবুলাইজার ব্যবহারে শ্লেষ্মা বের করায় খুব উপকার পাওয়া যায়।

আইসোলেশন (Isolaton) ওয়ার্ডে ৮-১০ দিন ভাল নার্সিং সেবা ও নিয়মিত চিকিৎসা পেলে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রায় সকল রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যান, অনধিক ১০% রোগী বিভিন্ন জটিলতা (Complications) ও একাধিক বিকল অঙ্গের সমস্যা নিয়ে তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করে।

তৃতীয় পর্যায়ের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং মূলত নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (ICU) তে চিকিৎসা করাতে হয়। করোনা রোগে মৃত্যুহার ২-৩% সীমিত।

লেখাটি মাসিক গণস্বাস্থ্য পত্রিকার ৩৯ বর্ষ এর ৪র্থ-৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যায় (শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৭) প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

স্মৃতিময় অগ্রণী ব্যাংক আরকাইভস থেকে

অগ্রণী ব্যাংকে 'অগ্রণী দর্পণ' নামে একটি ঘরোয়া ত্রৈমাসিক পত্রিকা ছিল যা ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অগ্রণী পরিবারে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ চাকুরি ক্ষেত্রে এক মেলবন্ধন তৈরি করেছিল পত্রিকাটি। ব্যাংকে পত্রিকাটির পাঠকপ্রিয়তা ছিল। পুরনো দিনের দর্পণের সেই সব সংখ্যার সাদা-কালো স্মৃতির অ্যালবাম থেকে ধারাবাহিকভাবে কিছু বিষয় তুলে আনা হবে ই-অগ্রণী দর্পণে। বর্তমান সংখ্যায় অগ্রণী দর্পণ এর ওই সময় প্রকাশিত অগ্রণী ব্যাংকের একটি বিজ্ঞাপন পুনঃমুদ্রিত হল। বিজ্ঞাপনটি প্রচারে ছিল যথেষ্ট মুন্সিয়ানা। নিম্নের বিজ্ঞাপনটি জানুয়ারি ১৯৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত অগ্রণী ব্যাংকের লকার সার্ভিস সংক্রান্ত।

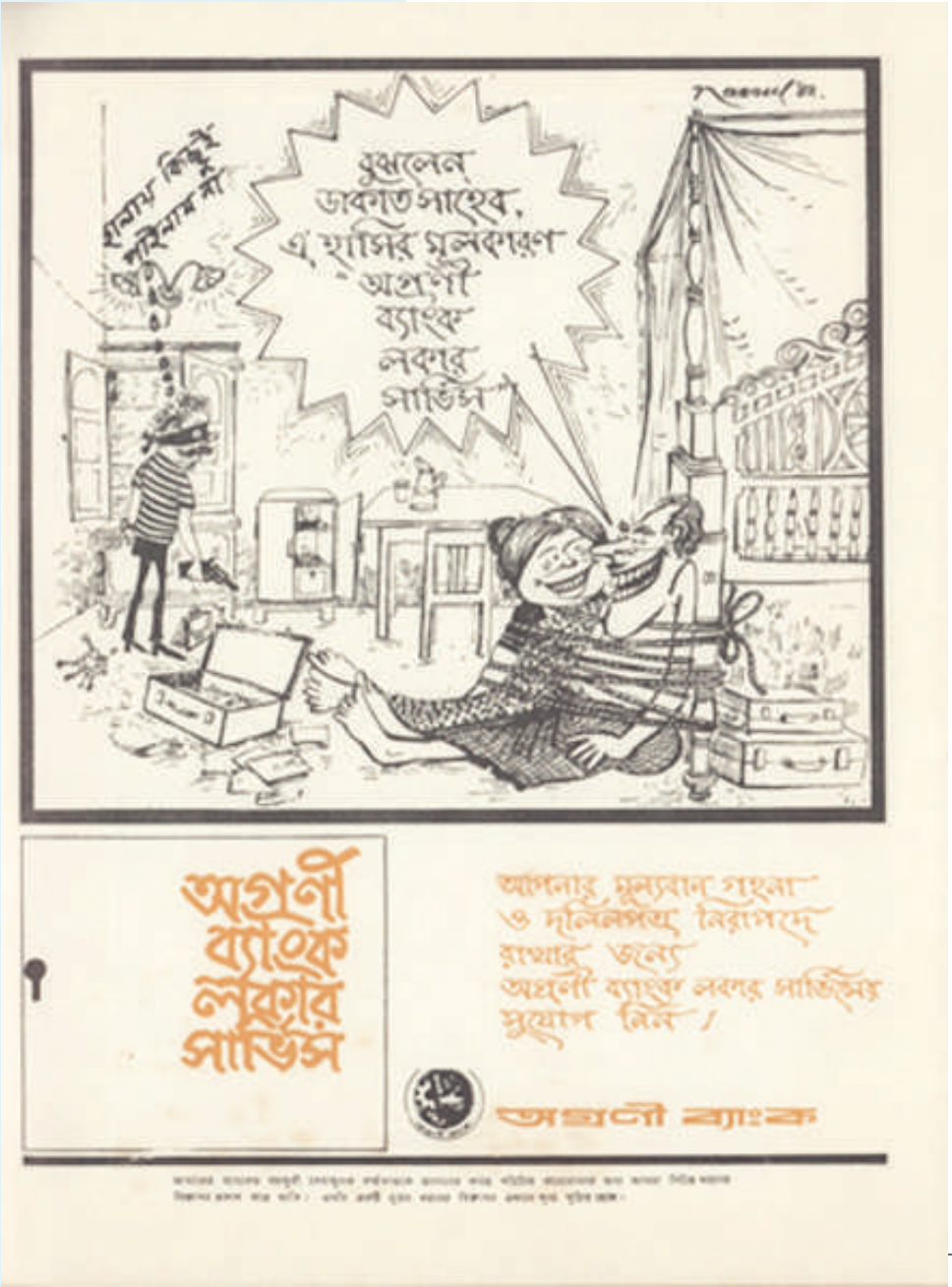

উৎস: অগ্রণী ব্যাংকের ত্রৈমাসিক ঘরোয়া পত্রিকা **অগ্রণী দর্পণ**, জানুয়ারি ১৯৮২ সংখ্যা

ফটোগ্যালারি

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সহ সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ

সরকারের এপিএ পরীক্ষণ ও মূল্যায়নে অগ্রণী ব্যাংকের প্রথম স্থান অর্জন করায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম সংবর্ধিত

অগ্রণীতে স্বয়ংক্রিয় ট্রেজারি চালান পদ্ধতির উদ্বোধন করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ সহ অন্যরা

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে ত্রি-পক্ষীয় সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. দিদার-উল-আলম, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম সহ অন্যরা

অগ্রণী ব্যাংকে অনলাইন ভ্যাট সার্ভিস উদ্বোধন করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

ধন্যবাদ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to serving the nation

www.agranibank.org